দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 3 OCT 2017

বিদেশি শিক্ষার্থী আসছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

মেহেদী হাসান ●

একসময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) পড়তে আসতেন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু ১৭ বছর ঢাবিতে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমেছে। গত শিক্ষাবর্ষে মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও চলতি শিক্ষাবর্ষে এখনো কোনো বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেননি বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জটিল ভর্তি প্রক্রিয়া, আবাসিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, ভাষাগত সমস্যা, একই সময়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঢাবির সুনাম না থাকার কারণেই বিদেশি শিক্ষার্থীরা পড়তে আসছেন না। তাদের আকৃষ্ট করতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করাকেও দায়ী করছেন কেউ কেউ। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগে এখনো ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয় না। ফলে পড়তে এসে শিক্ষার্থীদের ভাষাগত সমস্যায় পড়তে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার পিজে হার্টজ আন্তর্জাতিক হলেই বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবাসন। ওই হল সূত্রে জানা গেছে, ২০০১-০২ থেকে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ১৫ বছরে মাত্র ৫৭ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে দুজন, ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে এক, ২০০৪-০৫ শিক্ষবর্ষে সাত, ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে সাত, ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে সাত, ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে দুই, ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে পাঁচ, ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে দুই, ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে দুই, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে এক, ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে চার, ২০১৩-১৪ পাঁচ, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে তিন, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে তিন এবং ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে তিনজন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হন। এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশই নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভুটানের নাগরিক। তাদের পছন্দের বিষয়ের তালিকায় রয়েছে ফার্মেসি, চারুকলা, সিএসই, আইইআর, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি। এদিকে চলতি ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এখনো কোনো বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেননি।

ঢাবি প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নিজস্ব নীতিমালা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই তাদের ভর্তি হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে বিদেশিদের জন্য আলাদা কোনো কার্যালয় না থাকায় বৃত্তি শাখায় তাদের ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং ভর্তি হতে এসে তারা নানা রকম হয়রানির শিকার হন। ভর্তির ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা বৃত্তি শাখায় নেই।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. এমদাদুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, বর্তমানে হলে ১২৫ জন বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৩ জন ছাড়া বাকিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, পিজি হাসপাতাল ও আইএমএল। তিনি জানান, হলে ১২৩টি কক্ষের মধ্যে ৬০টি কক্ষ বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। বাকি ৬৩টি কক্ষে সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তিনটি কক্ষে অফিসাররা থাকেন।

স্যার পিজে হার্টজ হলের একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হলটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হলেও বেশিরভাগ কক্ষে শিক্ষকরা থাকেন; অথচ বিদেশি শিক্ষার্থীরা বাসা ভাড়া নিয়ে বাইরে থাকেন। তারা হলের খাবারের মান ...এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

বিদেশি শিক্ষার্থী আসছে না

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। স্যার পিজে হার্টজ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. মো. মহিউদ্দীন বলেন, নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের সর্বোচ্চ মানের সুযোগ-সুবিধা দিতে চেষ্টা করছি। বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়েছি।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি না হওয়ার কারণ হিসেবে ভাষাগত সমস্যাকে দায়ী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো অনেক ডিপার্টমেন্টে বাংলায় লেকচার দেওয়া হয়। অনেকে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত নন। ভর্তি প্রক্রিয়ায় জটিলতা থাকলেও অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কম। বিদেশি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে আমাদের নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা নেই। তাদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য আলাদা ডেস্ক খোলা হবে। তাদের আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধা দিতে না পারলেও আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা রয়েছে।